আদর্শ জীবন

লেখক : করিমুল ইসলাম

[B.A BENGALI HONOURS]

প্রকাশকাল :- ফেব্রুয়ারী, ২০২৩

লেখকের ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া বইটি অথবা বইটির অংশ যে কোন মাধ্যম কোন রূপে প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

~ লেখক পরিচিতি ~

জন্ম : ১৬ই জুন ২০০৪ সালে, পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার, হেমতাবাদ থানার, নওদা গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কাশিম আলী ও মাতা খৈরুন নেচ্ছা।

তিনি সন্তানের মধ্যে প্রথম এবং একজন ভাই ও একজন বোন রয়েছে।

ছাত্র জীবন : তিনি একজন খুব সহজ সরল এবং ন্যায়পরায়ণ ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রথমে মা সাজেদা শিশু বিদ্যা পীঠ স্কুল থেকে চতুর্থ শ্রেণী পাস করেন। বাহাড়াইল ভুবন চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এরপর দ্বাদশ শ্রেণী পাস করে, ২০২১ সালে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

বই লেখার পরিকল্পনা : ১৬ বছর বয়সে তিনি বই লেখার পরিকল্পনা করেন। তিনি ছোটোবেলা থেকেই লেখালেখি খুব পছন্দ করতেন। তিনি চেয়েছেন লেখার মধ্যে দিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত, ঘটনাকে কবিতা ও গল্প আকারে ফুটিয়ে তুলতে। যেন পরবর্তীকালে সেই লেখা পড়ে কিছুটা ধারণ উপলব্ধি করা যায়।তার সর্বপ্রথম কবিতা হল শিশুর দুই জীবন এছাড়াও টাকা ও মানুষের সম্পর্ক,

করোনা ভাইরাস, মায়ানমার, ঘুম ভাঙানো পাখি, অন্তরের আর্তনাদ, কবি ও কবিতা, কৃষক ঘরের সন্তান এবং গল্প স্বপ্নের একটি মেসেজ পৃথিবী নিস্তেজ, কোভিড – ১৯, হঠাৎ বন্যায় অসহায় সিলেট, কে অপরাধী? অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, প্রবাসীর সুখ, নোট বাতিল প্রভৃতি।

✿✿✿ লেখকের কথা ✿✿✿

আমি নিয়মিত গদ্য ও পদ্য পড়ে তারপরেই এই গ্রন্থটি লিখেছি। অনেক ভেবেচিন্তে নানা উদাহরণ দিয়ে ও বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়। যাতে নতুন শিক্ষার্থী বা পাঠক সহজে বুঝতে পারে, আগ্রহী ও কৌতূহলী হয়।

আমি চেয়েছি যাতে দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী, গদ্য ও পদ্য আকারে প্রকাশ করা যায়। সমাজের কিছুটা হলেও উপকার হতে পারে।

আমি চেয়েছি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কিছুটা হলেও সমাজের উন্নত করা যাবে।

আমার সোশ্যাল মিডিয়া নিম্নে বর্ণনা করা হলো ---

আপনারা চাইলে চ্যানেলে, ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজ থেকে ঘুরে আসতে পারেন।।

Youtube YouTube Channel :-
https://www.youtube.com/@ideallife786

Blogger Website Blogger :-
https://tajbajbengaliblogpoemsandstories.blogspot.com

Facebook Facebook Page :-
https://www.facebook.com/Tajbaj.me/

* ভূমিকা *

~~~~~~~~~

কবিতা ও গল্প পড়তে বা পড়াতে গিয়ে আমরা সম্ভবত চাই অভিজ্ঞতা আরও একটু স্পষ্টতা ও প্রসারতা । কারণ এই স্পষ্টতা ও প্রসারণের আনন্দই আমাদের পদ্য ও গদ্য পাঠের আনন্দ। আন্তরিকভাবে আমার এই প্রথম বইয়ে আমি চেয়েছি আমার আস্বাদনের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরতে। লেখাগুলির লক্ষ্য কেবল কিছু তথ্য বিচার, তাই অনেকের কাছেই এই বই নীরস ও নিষ্প্রয়োজন। যারা কেবল তথ্য নিয়ে কাজ করেন, তাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হলে খুশি হব। বলা বাহুল্য যে আমার লেখাগুলিতে ভুলের সম্ভাবনা থাকতে পারে। সর্তকতা হতে চেয়েছি কিন্তু পেরেছি যে সব সময় এমনটা নয়, পাঠকরা সময় মতো হয়তো জানিয়ে দেবেন সেটা। এভাবে সকলের মিলিত চর্চায় আমরা তথ্যের ঠিকঠাক ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারব একদিন।
~~~~~~~~~

❁❁❁ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ❁❁❁

বই লেখার পরিকল্পনা যখন করেছি তখন আমার বয়স ১৬ বছর। আমার বাবা-মা এবং পরিবারের অন্য সব সদস্যের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই আমার বাংলা বিভাগের অধ্যাপক দীপক কুমার রায় (HOD) এবং অন্য সব শিক্ষক/শিক্ষিকাকে যারা আমাকে অত্যন্ত সাহায্য করেছে। এই বইটি সম্পন্ন করতে কঠোর পরিশ্রম ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে প্রকাশ করা হয়। পড়াশোনার পাশাপাশি লেখালেখি করে এবং সমাজের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গল্প ও কবিতা আকারে এই বইটিতে আত্মপ্রকাশ পায়। এই বইটি সম্পাদনা করতে যারা আমাকে সাহায্য করেছেন জাহেদ আলী, গুলসাদ আলম, মহাম্মদ নাইয়ার, রাহুল হুসেন, কাশমিরা খাতুন, অধ্যাপক মিলন কুমার, অধ্যাপক সঙ্গীতা প্রামানিক প্রমুখ।

তাদের প্রত্যেককে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

করিমুল ইসলাম

[B.A BENGALI HONOURS]

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

১৪ ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৩

সূচিপত্র

কবিতা

1. শিশুর দুই জীবন..... 09-12
2. টাকা ও মানুষের সম্পর্ক..... 13-15
3. করোনা ভাইরাস..... 16-17
4. মায়ানমার..... 18-19
5. অন্তরের আর্তনাদ 20-21
6. ঘুম ভাঙ্গানো পাখি..... 22-23
7. কবি ও কবিতা..... 24-25
8. নারী শিক্ষার অধিকার..... 26-27
9. কৃষক ঘরের সন্তান..... 28-29

গল্প

1. স্বপ্নের একটি মেসেজ পৃথিবী নিস্তেজ..... 31-34
2. কোভিড - ১৯..... 35-38
3. হঠাৎ বন্যায় অসহায় সিলেট..... 39-41
4. অবিশ্রান্ত বৃষ্টি..... 42-44
5. কে অপরাধী?..... 45-47
6. প্রবাসীর সুখ.....48-50
7. নোট বাতিল..... 51-53

কবিতা

শিশুর দুই জীবন

আমি শিশু
আমার মন অলিখিত সাদা কাগজের মতো,
আমি বাবা - মায়ের
কাছের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রিয়।

আমি পবিত্র, প্রাঞ্জল
প্রচুর আনন্দের উৎস,
আমি ভালোবাসি
মাতৃকোল এবং পিতৃ স্নেহ।

আমি ভোরের
শিশির ভেজা একটি সুন্দর গোলাপ,
আমার সাথে
কতজনই করতে চায় আলাপ।

আমি সুভাষ ছড়াই
মনে - প্রাণে,
আমি হেসে ওঠি
কারণে অকারণে।

আমি সবুজ বাগানের
ছোট্ট একটি পুষ্পকড়ি ,
আমি পরিবারের
বাবা মায়ের সাজিয়ে রাখা ফুলের ঝুড়ি।

আমি ছোট্ট দুটো রুপোর দাঁত বের করে
আধো আধো করে বলি কথা,
আমার মনে - প্রাণে
লুকিয়ে রয়েছে কত ব্যথা।

আমার খুব কষ্ট হয়
কারণ আমার বন্ধু ভালো নেই,
সেও বেড়ে উঠতে চেয়েছিল
তাকে মেরে ফেলেছো পরিস্ফুটিত হওয়ার আগেই।

সেও আমার মতো
চেয়েছিল স্বাধীনভাবে বাঁচতে,
তোমরা তাকে
বিক্রি করেছ পাষণ্ড চিত্তে।

সেও আমার মতো
চেয়েছিল সুস্থ সবল হতে,
তোমরা তাকে
দাওনি পুষ্টিকর খাদ্য খেতে।

সেও আমার মতো
চেয়েছিল পাঠশালা যেতে,
তোমরা তাকে
বন্দী করেছ হোটেলে। হোটেলে

সেও আমার মতো
চেয়েছিল পাহাড়ে, সমুদ্রে ঘুরতে,
তোমরা তাকে
পাঠিয়েছ পাশের বাড়ির বাসন মাজতে।

তোমরা তার
হারিয়ে ফেলেছ পবিত্র সত্তাকে,
সে তোমাদের
ক্ষমা করবে না ভবিষ্যতে।

শিশু হল সমাজের
জাতির দেশের সেরা উপহার,
শিশুকে সুশিক্ষা
নিরাপত্তা দেওয়া দরকার পিতা-মাতার।

টাকা ও মানুষের সম্পর্ক

আজকাল সাড়া পৃথিবীতে টাকার প্রসংশা করছে ,

কিন্তু টাকা স্বয়ং নিজে কি বলছে ।

আমি টাকা আমাকে পচ্ছন্দ করো

কিন্তু এইরকম করো না যেন লোক আপনাকে অপছন্দ করে ,

আমি টাকা আমি কিছুই করি না

কিন্তু আমি দেখি লোক আপনাকে কত সন্মান করে।

আমি লবনের মতো

জরুরী তো আছে কিন্তু জরুরী থেকে বেশি হলে জীবনের স্বাদ নষ্ট করেদি,

কেউ আমাকে পাওয়ার জন্য দিনরাত কষ্ট করে

কারোর কাছে আমি নিজে গিয়ে ধরাদি।

যার কাছে আমি অতি সুন্দর,

তাঁর কাছে আমার জন্য নেই কোনো অন্তর।

যখন সে ছেড়ে চলে যায় দুনিয়া,

তখন তাঁর আর আমার মধ্যে কান্না করার মতো কেউ থাকে না।

আমি যখন আপনার কাছে থাকি তো আপনার থাকি,

আমি রোজ রোজ নতুন নতুন আত্মীয়তা সৃষ্টি করি

কিন্তু যে পুরোনো এবং আসল আত্মীয় তাকে দূরে সরিয়ে রাখি।

আপনার কাছে আমি নেই তো আপনার নেই,

যতক্ষণ আপনার কাছে থাকি তো ততক্ষণ আপনার কাছে থাকে সবাই।

আমি জানি না যে লোক আমার পিছনে এত পাগল কেন?

এই কারণে আমার কত নাম –

ধর্মীয় কাজে দিলে – চাঁন্দা

স্কুলে দিলে – ফিস

অসহায় লোককে দিলে – দান

আদালতে দিলে – জরিমানা

সরকারকে দিলে – ট্যাক্স

শ্রমিককে দিলে – মজুরি

আরও আমার হাজার নাম আছে।

আমি যতটা সুন্দর দেখি,

খারাপ দেখি তাঁর চেয়ে বেশি।

সুন্দর ও হালাল কাজে এসো জীবনে আনান্দ নিয়ে আসি,

হারাম কাজে এসো জীবনে চিন্তা, অসুখ নিয়ে আসি।

আমি টাকা সঠিক পথে রোজকার করো তো মজা পাবে,

আর ভুল পথে রোজকার করো তো সাজা পাবে।

এই জন্য আমাকে হাত লাগানোর আগে

চিন্তা করে তবে হাত লাগাবে।।

করোনা ভাইরাস

সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে, করোনা নামক ভাইরাসে,

এই বুঝি গেল প্রাণটা নিমেষে।

কলেরা, ডেঙ্গু, কালাজ্বর, তার থেকে অতি করোনা শক্তিধর,

নাখ, মুখ, ঢেকে রাখ মাস্কে।।

দাঙ্গা নয়, বিদ্বেষ নয়, করোনার মোকাবেলায় করব জয়,

স্বাস্থ্যবিধি মেনে বারেবারে হাত ধোয়া চাই।

জ্বর, সর্দি – কাশি হয়, সমাধানটা ডাক্তারের কাছে রয়,

ডাক্তারের পরামর্শে মহামারি থেকে রক্ষা পাই।।

স্কুল,কলেজ,দোকান বন্ধ, বাতাসে বইছে আত্মঙ্কের গন্ধ,

বিশ্ব জুড়ে কারফিউ, লকডাউন হয়েছে জারি।

পুলিশ, সেনাবাহিনী, নার্স, ডাক্তার, বিনামূল্যে পরিষেবা দিচ্ছে সরকার,

যমের মতো প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে কত নর – নারী।।

কয়েকটা দিন ধৈর্য্য ধরে কোয়ারেন্টাইনে থেকো, কষ্ট হলেও নিজেকে ঘরে বন্দী করে রেখো,

কোভিশিল্ড অথবা কোভ্যাক্সিন টিকা করুন।

ভয়ে ভয়ে কাটছে দিন – রাত, করোনা ভাইরাস পেতেছে মরন ফাঁদ,

নিজে সুস্থ থাকুন অপরকে সুস্থ রাখুন।।

মায়ানমার

হায় মায়ানমার !
অপরিচিত ছিল মানবরূপ তোমার।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে কেঁপে ওঠে জগৎ ,
বিশ্বে তোমার ইতিহাস হল মহৎ।।

এল ওরা বোমা আর ছুড়ি হাতে নিয়ে ,
নখ যাদের তীক্ষ্ণ সিংহের চেয়ে।
চির চিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে ,
অমর হয়ে রইল এই ইতিহাস সাড়া বিশ্বে।।

কচি সন্তানের অত্যাচারে ,
মা কেমনে সহ্য করে ?
কে আছে মায়ানমারে বীর সন্তান ?
ইতিহাস একদিন দেবে তাঁর স্থান।।

অন্তরের আর্তনাদ

একটা প্রান্তে উজ্জ্বল আমার মুখ,
আঁধার কেটে হৃদয় ভাঙ্গা সুখ।

দেহে বেয়ে ঘাম ঝরছে,
তপ্ত অশ্রুকণায় মাটি ভিজছে।

পাঁজর ভাঙ্গা কষ্ট নিয়ে মুখে হাসি,
দুঃখ গুলো এক করে মরতে ভালোবাসি।

আলোয়ে উহ্য হয়ে নৃত্য করে অন্ধকারে,
আমায় তারা নিঝুম রাতের সঙ্গী করে।

আমার অন্তরে ভীষণ তোলপাড়,
স্বপ্ন দেখতে পারিনা বাঁচাবার।

স্বল্পায়ু নিয়ে প্রতি পলে জ্বলে,
হৃদয় গভীর বেদনার দাবানলে।

ঘুম ভাঙানো পাখি

প্রতিদিন ঘুম ভেঙে তোমার ডাকে,
প্রতিদিন তোমায় দেখি সবার আগে।
তোমার ডাকে রবি হাসে,
রাত্রি কেটে ভোর আসে।

আমার ঘুম ভেঙে তোমার ডাকে,
তোমার ঘুম ভেঙে কার ডাকে ?
সাড়া রাত তুমি থাক নিরবে,
প্রতিদিন তোমার ডাক হৃদয় জাগে।

প্রতিদিন ঘুম ভেঙে তোমার ডাকে,
প্রতিদিন তোমায় দেখি সবার আগে।
তুমি ঘুম ভাঙানো পাখি,
আমি তোমার ডাক শুনে খুলি আঁখি।

কবি ও কবিতা

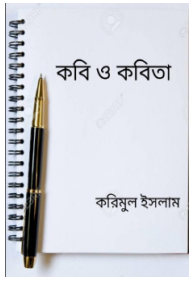

কবিতা লেখে একজনা,
কবিতা পড়ে আর একজনা।
কেউ তো কবিকে তা শোনায় না?
কবির মনে কত বাসনা।

যে কবিতার অক্ষর গুলো সাজানো হয়নি,
সেই কবিতার কবির হদিস পাওয়া যায়নি।
যে কবিতা ছাপা হয়নি কোনো ছাপাখানা,পত্রিকায়,
সেই কবিতা ছাপা হয়নি কোনো বইয়ের পাতায়।

যদি কবিতার লেখা হয় সুমধুর,
তবে লেখা ভেসে যায় বহুদুর।
কবিতা ছাপা হয়েছে কবির মনে,
সেই কবিতার শেষ লাইনটি রয়েছে গোপনে।

নারী শিক্ষার অধিকার

নারী পুরুষে গড়ে ওঠে সংসার,
কেন নারীদের নেই শিক্ষার অধিকার?
ঘরে - বাইরে কত নারী হয় লাঞ্ছিত!
তাদের কেন শিক্ষা থেকে করা হয় বঞ্চিত?

এই সমাজে নারীদেরও আছে স্থান,
কতদিন তাঁরা সহ্য করবে অপমান?
নারী হয়ে পুরুষের চাল - চলন বিপদ ঘটায়,
তাই নারীদের মর্যাদা রক্ষা পায় পর্দায়।

যারা বলে নারী - পুরুষের অধিকার সমান,
তারাই আবার ঘরের নারীদের দেয় না সন্মান।
নারী সত্ত্বা বজায় রাখতে মনুষ্যত্ব দরকার,
নারী শিক্ষা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা করেছে সরকার।

কৃষক ঘরের সন্তান

আমরা কৃষক ঘরের সন্তান,
শস্য ক্ষেত আমাদের প্রাণ।
কৃষকরা অন্ন যোগায় ধনীদের তরে,
আমাদের সুখ কৃষকের ঘরে।

ফসল বিক্রি করে পাইনিকো দাম,
সমাজে আমাদের নাইকো সন্মান।
মূর্খ নয় কৃষকরা কৃষির মাষ্টার,
কৃষিকাজ তাদের পূর্বের অভিজ্ঞতার।

কৃষকরা সাড়াদিন মাঠে কাজ করে,
কঠিন কর্মে রৌদ্রে ঘাম ঝরে।

সন্ধ্যায় নিজ নিজ ঘরে ফিরে,
ক্ষুদার্ত পেটে শুয়ে পড়ে ক্লান্ত শরীরে।

সবুজ শস্য দেখে কৃষকের মুখে ফুটে হাসি,
কষ্ট করে তবুও তারা থাকে বড়ো খুশি।
মিলেমিশে একসাথে কাজ করে,
তারা বিদ্বেষ কভু নাই করে।

গল্প

স্বপ্নের একটি মেসেজ পৃথিবী নিস্তেজ

আমার মন আনন্দে ভরে গেল। ঘর থেকে বের হলাম আর চিৎকার করে বাড়ির সবাইকে বলছি – সবাই শোনো, দিন বদলে গেছে আমার অ্যাকাউন্টে ৫ কোটি টাকা এসে গেছে। ঘর থেকে মা বেরিয়ে এসে বললেন – অতো খুশি হওয়ার কী আছে? আমার অ্যাকাউন্টেও ৫ কোটি টাকার মেসেজ দিয়েছে। এই যে দেখ – মেসেজ, আমি একটু অবাক হলাম! ভাবলাম পাড়ার সবাইকে গিয়ে বলি। অথচ পাড়ার লোকেরাও আমাকে বলছে – বেশি উত্তেজিত হওয়ার কী আছে? আমাদের অ্যাকাউন্টেও ৫ কোটি টাকা জমা হয়েছে। হঠাৎ যেন আমার আনন্দটা উবে গেল।

তবুও ভাবলাম যাই, বাজারে গিয়ে কিছু মিষ্টি নিয়ে আসি। বাজারে গিয়ে দেখলাম সব দোকান বন্ধ।

একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম – ও দাদা এই মিষ্টির

দোকান বন্ধ কেন ?

সে বলল --- মিষ্টির দোকানদারের আর দোকানদারি করার কি দরকার? তার অ্যাকাউন্টে ৫ কোটি টাকা এসে গেছে।

ভাবলাম একটু মার্কেটে যাই। সেখান থেকে কিছু নিয়ে আসি। কিন্তু এ কি! সেখানেও কোন দোকান খোলা নেই। তাদের অ্যাকাউন্টেও নাকি ৫ কোটি টাকা এসে গেছে। প্রচন্ড খিদে পেয়েছে। ভাবলাম এখানে তো দোকান বন্ধ। সামনের দিকে যাই, ভালো কোনো হোটেল পেলে তৃপ্তিভরে খাওয়া যাবে। কিন্তু সামনে যতোই যাই দেখি সবই ফাঁকা। হোটেলের বাইরে থাকা স্বাগতম জানানোর সেই লোক ও নেই। শপিং মলের সিকিউরিটি গার্ড ও নেই।

সবজি ওয়ালা ,চা ওয়ালা কেউই নেই । সব কিছুই বন্ধ। সবার অ্যাকাউন্টেই নাকি ৫ কোটি টাকা এসে গেছে। ৫ কোটি টাকা তোলার জন্য এখন সকলের গন্তব্য কেবলমাত্র ব্যাংকের দিকে। এখন কারোই কাজ করার দরকার নেই। কারণ সবার কাছেই এখন ৫ কোটি টাকা রয়েছে। এর মধ্যেই আমার এক বন্ধু ফোন করে বলল – আমি আমার জবটা ছেড়ে দিয়েছি। কারণ আমার অ্যাকাউন্টে এখন ৫ কোটি টাকা আছে। আমার এক বন্ধু টিউশন পড়ানো বন্ধ করে দিয়েছে। ইফাত আর চাকরির খোঁজ করে না। শ্রমিকরা আর কলকারখানায় যায় না। সব বন্ধ সবাই এখন বড় লোক। বিকেলে মাঠের দিকে গেলাম সেখানেও ফাঁকা, সবাই কাজ ফেলে বাড়ি চলে গেছে। এখন আর তাদের রোদে জ্বলে পুঁড়ে কাজ করার দরকার নেই।

এমন কি হাসপাতালে ডাক্তাররা বসে আড্ডা দিচ্ছে। তারাও আর চিকিৎসা করবে না। কারণ সাড়া জীবনের জন্য ৫ কোটি টাকাই যথেষ্ট। এক সপ্তাহ পরে দেখা গেল খিদের জ্বালায় লোক কাঁদছে। কারণ জমি থেকে কেউ ফসল তুলছে না। সমস্ত দোকান বন্ধ, হোটেল, মেডিক্যাল সব বন্ধ। অসুস্থ হয়ে মানুষ মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অন্য দিকে পশু – পাখিরা না খেয়ে মরছে। জমিতে সবুজ ঘাস নেই, সোনালী ফসল নেই। শিশুরাও খিদের জ্বালায় কাঁদছে। কারণ গোয়ালা আর দুধ দিচ্ছে না। লোকজন রাস্তায় রাস্তায় পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে ঘুরছে। কাঁদছে আর বলছে ---

--- ‘ এই নাও ভাই ‘ ১০ লাখ টাকা দিলাম, আমাকে ১০০ গ্রাম দুধ দাও। ১০ দিন বাদে না খেয়ে আরও মানুষ মারা যাচ্ছে। কিন্তু কিছু লোক টাকার ব্যাগ নিয়ে ঘুরছে রাস্তায় রাস্তায় আর বলছে ---

--- ‘ এই নাও ভাই ৫০ লাখ টাকা, আমাকে ১০ কেজি চাল দাও ‘ ।

চারিদিকে কেবল মৃত্যুর ছবি। নিথর দেহ পড়ে রয়েছে। এর মধ্যে আমিও আমার ৫ কোটি টাকা নিয়ে ক্রমাগত ছুটে চলেছি। আর বলছি ---

“ নাও ভাই পুরো ৫ কোটি টাকা নিয়ে নাও,

তবুও আমাকে কিছু খাবার দাও “।

কে কার টাকা নিবে। সবার কাছেই তো ব্যাগ ভর্তি টাকা রয়েছে। কিন্তু কারো কাছেই খাবার নেই। মানুষ মানুষের দিকে অগ্রসর হচ্ছে হিংস্র পশুর ন্যায় তেড়ে আসছে। এই বুঝি মানুষ মানুষকে খাবে। অচেনা একজন লোক আমাকে তাড়া করছে। আমি রকেটের ন্যায় ছুটছি। ক্ষুধার্ত মানুষ কতটা আর ছুটতে পারি? হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। মা - মা বলে চিৎকার করে উঠলাম। তখনই পাশের রুম থেকে মা ছুটে এসে বলল ---

--- কী রে ! কী হলো? সকাল হয়ে গেছে ঘুম থেকে ওঠ।

বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছিস কি জন্য, কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি? এতক্ষণ স্বপ্ন ছিল । সেটা বুঝতে পেরে আমি একটা মুচকি হাসি দিয়ে বললাম --- না মা খারাপ নয়, ভালো স্বপ্ন। সবার হাতে অনেক টাকা থাকার চেয়ে, আমাদের এই অভাবের দিনগুলো অনেক ভালো। প্রত্যেকটি দিন আমাদের আনন্দময়। আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু আমাদের ঘর আছে, ঘরে দু – মুঠো ভাত আছে। খাবারের সাথে জল আছে, উঠানে শিশুরা খেলছে, মাঠে গরু ঘাস খাচ্ছে , দোকান বাজারে মানুষজনের ভিড় রাস্তায় গাড়ি চলছে। পরিবেশটিকে আনন্দে ভরপুর করে রেখেছে।

" স্রষ্টার কি অপরূপ সৃষ্টি যে যতটুকুর যোগ্য, তাকে ততটুকু দিয়েছেন।"

কোভিড – ১৯

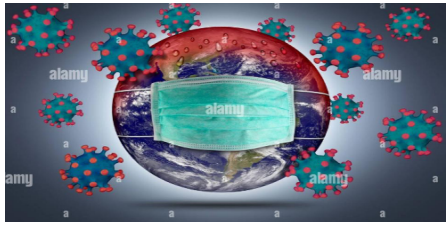

বেশ কয়েক দিন কেটে গেল। গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে মুশারফ হুসেন সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান। কিছু দিন কাজ করে তাদের সংসার বেশ ভালোই চলছিল। হঠাৎ বিশ্ব জুড়ে লকডাউন।

পরের দিন সকালে মুশারফ হুসেন কাজের সন্ধানে বের হয় কিন্তু কোনো কাজ পেল না। পাবেই বা কী করে চারিদিকে তো চলছে লকডাউন ? বন্ধ গেছে কল – কারখানা, দোকান। চলছে জনতা কারফিউ। বন্ধ হয়ে গেছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। সে কোনো কাজ না পাওয়ায় খালি হাতে বাড়িতে ফিরে আসে।

তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে ---

--- কী গো খালি হাতে ফিরলে যে ?

সে উত্তরে বলল ---

‘ বিশ্ব জুড়ে চলছে লকডাউন ‘ তাই কোন কাজ পেলাম না।

সেই দিন তাদের অনাহারে কেটে গেল।

আবার যখন সে কাজের সন্ধানে বের হল। সেই দিনও কোনো কাজ না পাওয়ায় ভীষণ চিন্তিত হয়। সামনে এক লঙ্গরখানা দেখতে পায়। সেখানে এত লোকের ভির। সে ভিরের মধ্যে অসুস্থবোধ করল। লঙ্গরখানার সামনে যেতেই সব ফুরিয়ে শেষ। শেষমেশ শূন্য হস্তে ফিরে এলেন। আসার পথে একটি রেশন দোকান দেখতে পেলেন।

সে দোকানদারকে বলল ---

--- দাদা আমাকে একটুখানি রেশন দেন। আমার দুই সন্তান অনাহারে আছে। কিন্তু কে বা তার কথা শুনে?

রেশন দোকানদার বলল ---

রেশন কার্ড আছে?

সে বলল ---

না।

রেশন দোকানদার বলল ---

--- কার্ড নেই তো রেশন নেই।

হঠাৎ তার ছোট ছেলে হামিদের ক্ষুধা আর সহ্য হল না।

এক সরকারি হাসপাতালে তাঁর ঔষধ নিতে গেল। সেখানে

দেখতে পাওয়া যায় " মাস্ক ছাড়া প্রবেশ নিষেধ এবং দুরত্ব বজায় রাখতে বলা হয়েছে।" কিন্তু তার কাছে মাস্ক না থাকায় পাশে থাকা ব্যক্তি তাকে মাস্ক দিয়ে সাহায্য করে। সেই মাস্ক নিয়ে ঔষধ নিল। সে মাস্কটিকে সূক্ষ্ম নজরে দেখল আর মনে মনে ভাবতে লাগল।

এই রকম মাস্ক তৈরি করে বাজারে বিক্রি করলে বেশ রোজকার হবে। আমাদের সংসার নিঃসন্দেহে চলবে। সে বাড়িতে এসে দেখে সবাই নিস্তেজ হয়ে আছে। হামিদের মা মনে করে।

" সুখের বন্ধু সবাই রে ভাই,

দুঃখের বন্ধু কেউ নাই।"

সে হামিদের মাকে বলল ---

--- আর আমাদের চিন্তা করতে হবে না। এই যে আমি একটা মাস্ক এনেছি। এই রকম মাস্ক তৈরি করে বাজারে বিক্রি করলে আর আমাদের অভাব থাকবে না।

হামিদের মা মাস্ক টা দেখে বলল ---

--- সত্যি তো এবার একটা রোজকার করার উপায় পেয়ে গেলাম। আমাদের আর দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

তারপর থেকে তাঁর স্ত্রীর বাড়িতে মাস্ক তৈরি করতে লাগল এবং সে বাজারে সেই মাস্ক বিক্রি করতে লাগল। যেহেতু বাজরে মাস্ক এর চাহিদা অনেক, সেই কারণে তার মাস্ক সহজেই বিক্রি হত। এই মাস্ক গুলো বাজারে চাহিদা পূরণ করত, সমাজের উপকার হত, লোকজন ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেত।

এই সমস্ত কিছু অভাব, কষ্ট, জনতা কারফিউ, লকডাউন হচ্ছে " COVID – 19 অর্থাৎ করোনা ভাইরাস " এর কারণে। একটি ভাইরাস সাড়া বিশ্বটাকে একেবারে থমকে দিয়েছে। শুধু ভারতে নয় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে কমবেশি আক্রমণ করেছে। যদিও ভাইরাসটি প্রথম চীন দেশে দেখা দেয়। এই ভাইরাসটি একবার যাকে আক্রমণ করবে তার বাঁচার উপায় নেই। একজনের আক্রান্ত দেখা দিলে তাকে ১৪ দিন " Quarantine " এ রাখা হয়।

" Covid -19 " এর হাত থেকে বাঁচতে চাইলে নিজেকে সচেতন রাখতে হবে, নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে, ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে, মাস্ক পড়তে হবে, ঘরের বাইরে যাওয়া যাবে না।

হঠাৎ বন্যায় অসহায় সিলেট

১১ই মে ২০২২ সালে আসাম ও অরুণাচল প্রদেশে অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট পাহাড়ি ঢলে সুরমা নদী, কুশিয়ারা নদী ও অন্যান্য নদ – নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বাংলাদেশের জনপ্রিয় শহর সিলেট অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হয়।

সিলেটের ৬ টি উপজেলা, সুনামগঞ্জের ৬ টি উপজেলা ও নেত্রকোনা জেলায় বন্যা পরিস্থিতি মারাত্মক রূপ নেয়।

যেহেতু মেঘালয় বৃষ্টি বহুল অঞ্চল এবং ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢাল চলমান থাকে ফলে বন্যার পানি প্রবেশ করেছে বাংলাদেশের সিলেটে। কয়েকদিন

ধরে একটানা বৃষ্টিপাত হচ্ছে সিলেটে। প্রবাহিত সুরমা নদী, সারি নদী, লুভা নদী, ধুলাই নদী, কুশিয়ারা নদীর পানি বৃদ্ধি পায়। সিলেট সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত। যেহেতু এই

নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়াতে ঠিকমতো পানি প্রবাহিত হচ্ছে না আর এই কারণেই সিলেটে বন্যা হয়।।

সিলেট জেলায় কৃষিকাজের উপযুক্ত জমিগুলো পানিতে তলিয়ে যায়। ঘরবাড়ি ভেসে যায়, মানুষ, গরু – ছাগল চোখের পলকে ভেসে যায়, লাশের পর লাশ ভেসে যায়, কে সাহায্য করবে তাদের ? সিলেট পানি উন্নয়ন বোর্ড নিজেই পানির নীচে, তাহলে কিভাবে উন্নয়ন করবে পানি উন্নয়ন বোর্ড। চলাচলের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে নৌকা। বর্তমানে ৫০ টাকার নৌকা ভাড়া ৫০০০ টাকা, ৫ টাকার মোমবাতি ১০০ টাকা। রান্না করার মত জায়গা নেই। বাইরে থেকে সাহায্য করলেও কিভাবে এত জনের মুখে খাবার তুলে দিবে। কিভাবে সিলেটবাসী ত্রাণ পাবে?

এটা যেন একটা জলজ্যান্ত মৃত্যুর হাহাকার ----

“ সিলেটে বর্ষাকালে ডুবছে জনবসতি,

গ্রীষ্মকালে পানি শুকিয়ে হয় মরা কাঙ্গী।“

সিলেটে বর্ষাকালে এত পরিমাণে বন্যা হয় যার ফলে জনবসতি ডুবছে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে আবার পানি শুকিয়ে পরিণত হয় মরা কাঙ্গী, মাটি পর্যন্ত ফেটে যায়। সুরমা নদীতে হেঁটে পার হওয়া যায়।

যদি সুরমা নদী ঠিকমতো খনন করা হত আর দুই পাশে

বাঁধ দেওয়া হত তাহলে হয়তো বা এতটা ভয়াবহের সম্মুখীন হতে হত না সিলেটবাসীদের।

বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় শহর এভাবে চোখের পলকে ভেসে যায়। এটা যেন একটা মর্মান্তিক ইতিহাস। সকলের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি

১৬ ই সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে ২৬ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে। চারিদিকে জল আর জল। যতদূর চোখ যায় ততদূর শুধু জল। গ্রাম - গঞ্জের এলাকা কাঁদা আর জল ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। তবে এর আগেও বন্যা হয়েছে কিন্তু এবার বন্যার পরিমাণ এত বেশি ভয়ানক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতদিনে শুনেছি বন্যার ফলে জীব - জন্তুর কষ্টকর জীবন। তা আজ বাস্তবায়নে দেখছি।

পুরোনো দিনের মাটির তৈরি ঘর - বাড়ি গুলো জলে নিঃশেষ করে দেয়। মালদা জেলায় বন্যার প্রকোপ এত বেশি। বন্যায় ঘরবাড়ি ভেসে যায় । প্রত্যেকটি প্রাণীর খাদ্যের সংকট দেখা দিয়েছে। গ্রামের পরিবার গুলো আশেপাশের বিদ্যালয়ে ছাদে কিংবা উচুঁ জায়গায় আশ্রয় নেয়।

এই ঝড়টি ছিল আশ্বিনের ঝড়। ক্ষণে ক্ষণে মেঘ কিউমুলোনিম্বাস আকার ধারণ করে। গর্জন ও বজ্রপাত সহ বৃষ্টি হচ্ছে। দিনগুলো অনায়াসে কাটতে চায় না।

একটুখানি রৌদ্রের ঝলক পাওয়া যায় না। শস্য ক্ষেত গুলো বন্যায় খেয়ে ফেলবে মনে হয়। এমনিতে কৃষকদের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। দিন দিন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে চলেছে। তার পরেও আবার উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করতে গেলে দাম কম।

এই বন্যা হওয়ার কারণ কয়েক মাস লকডাউন থাকায় কল - কারখানা, গাড়ির ধোঁয়া পরিবেশে মিশে না। ফলে সুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠেছে। বায়ুমণ্ডল গ্যাস বিহীন হওয়ায় নিয়মিত সময়ে বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু বৃষ্টি এত পরিমাণে হবে তা ধারণার বাইরে।

২৭ শে সেপ্টেম্বর একটু সূর্যের আলো দেখা গেল। তবুও মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়। সেই দিন আর বৃষ্টি নেই। দিনটি বেশ মনোরম ছিল। বাড়ির কয়েক মিটার দূরে ফরেস্টের পাশ দিয়ে জল প্রবাহিত হচ্ছে। পুলের উপর থেকে দেখা যায় মাছ গুলো নতুন জল পেয়ে আনন্দে লাফালাফি করে। খানিকক্ষণ পরেই সেই মাছ গুলো জালের মধ্যে আবদ্ধ। ইতিপূর্বে যেই মাছগুলো লাফালাফি করছিল তাঁদের আনন্দ মুহূর্তের মধ্যে শেষ।

তারপর সেখান থেকে চলে গেলাম ধানক্ষেত দেখতে। ধান গাছগুলো যেন জলটাকে সড়িয়ে উপরে উঠতে চায়। কিন্তু জলটা কিছুতেই তাদেরকে উপরে উঠতে দেয় না।

বৃষ্টির দিনগুলো কাটিয়ে একটা নতুন ধরণী পেয়েছি। মনে হয় বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে করোনা ভাইরাসের গন্ধ ধুয়ে গেল। হয়তো এবার একটু সুস্থ ভাবে বাঁচা যাবে।

কে অপরাধী ?

একদিন রাহুল তাঁর বাবার দামি মোবাইলটি ভেঙে ফেলে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় -

কেন মোবাইলটি ভাঙলে ?

উত্তরে সে বলে -

আমি অপরাধী !

কিন্তু কেন ?

আমি যখন খেতে চাইনি তখন কেউ তো আমাকে আদর করে খাওয়ায়নি ? আমাকে মোবাইল দিয়েছে আর আমিও ভুলে গেয়েছি। যখন আমার খেলতে ইচ্ছে হয়েছে তখন কেউতো আমার সাথে খেলা করে না ? আমাকে মোবাইলে খেলতে শিখিয়েছে। আমি ঘুমাতে না চাইলে

কেউ তো আমাকে গল্প শুনিয়ে ঘুমায়নি ? আমাকে মোবাইল দিয়ে ঘুমিয়েছে। আমি রাগ করলে কেউ তো আমাকে ভালোবেসে রাগ ভাঙ্গায়নি বরং মোবাইল দিয়ে রাগ ভাঙ্গিয়েছে।

আমি কিছু জানতে চাইলে -

মা বলেন -

তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করো ?

বাবার কাছে জানতে চাইলে -

বাবা বলেন -

এখন সময় নেই আমি ব্যস্ত আছি।

বাবা কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকলেও মায়ের কাছে তো সময় থাকে। কিন্তু মা তো আমাকে সময় দেয় না।

রাহুলের কথা সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। তার বাবা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আজ ৬ বছর বয়সের শিশুটি শিখিয়ে দিল । একজন সন্তানের প্রতি বাবা - মায়ের কতখানি ভূমিকা পালন করে।

বর্তমানে শিশুদের মোবাইল আকৃষ্ট করেছে। মোবাইল ছাড়া শিশুরা কিছু বোঝেনা। এর কারণ জন্মের পর থেকে শিশুদের হাতে মোবাইল তুলে দেওয়া হয়।

শিশুদের হাতে মোবাইল না দিয়ে খেলনা তুলে দাও। তাদেরকে সময় দাও। তাঁর প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দাও। এর ফলে তার জ্ঞানের সঞ্চারণ ঘটবে।

শিশুরা হল ফলের বীজ স্বরূপ। যেমন বীজ নষ্ট হলে গাছ জন্মায় না। তেমন শিশুরা হল দেশের ভবিষ্যতের বীজ। আমাদের এই বীজকে পোকামাকড় থেকে রক্ষা করতে হবে।

" শিশুর কাছ থেকে মোবাইল নিয়ে নাও ,

তাকে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে দাও। "

প্রত্যেক পিতা - মাতার প্রতি একটাই অনুরোধ। সন্তানকে মন থেকে ভালোবাসা দিবেন, অর্থ বা টাকা - পয়সা দিয়ে নয়।

প্রবাসীর সুখ

আয়ান একদিন গভীর রাতে একলা মনে ভাবে, " সুখ কী আছে মোরে ?পরিবারের সুখেই কী আসল সুখ ? একটু সুখের জন্য কত কিছুই না করতে হয়।"

কষ্ট তো তখন হয়, যখন লুকিয়ে থাকা হাজার কষ্টের মধ্যেও হাসি মুখে থাকতে হয়। এরই নাম তো প্রবাস।

এখানে প্রবাসীদের একেকজনের একেকরকম আশা। কেউ আশা করে নিজেকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করব, কেউ আশা করে অন্যকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করব।

মাস গেলেই যে টাকা পাঠাতে হবে, অথচ প্রবাসীরা নিজের সুখের কথা ভুলেই যায়। সুখ বলতে জীবনের তেমন কিছু আনন্দ পায়নি। একজন প্রবাসীর উপর কয়েকজন, পরজীবির মতো বসবাস করে।

প্রবাসীরা স্নেহ, মায়া - মমতা থেকে বঞ্চিত থাকে। কেননা তারা হলো উদ্ভিদের মূল। মূল যদি শক্ত না হয় এবং কষ্ট করে মাটির গভীরে প্রবেশ না করে তাহলে উদ্ভিদ উবে যায়। ঠিক তেমনি তাদের কষ্ট হলেও নিজেকে শক্ত করতে হয়। একারণে তাদের সুখ উবে যায়।

মা যখন ফোন করে বলেন ---

তুই কেমন আছিস?

দেশে কবে ফিরবি?

তোকে দেখতে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

কষ্ট হলেও হাসি মুখে বলতে হয় ---

এইতো মা ভালোই আছি!

স্ত্রী ফারহানা বলে ---

আমার একটা আবদার আছে, তুমি কি তা পূরণ করবে।

এদিকে ছোট ভাইয়ের বায়না তাঁর মোবাইল লাগবে।

তার মধ্যে আত্মীয় - স্বজনদের আবদার তো আছেই।

সকলে ভাবে প্রবাসীরা টাকার মেশিন। কিন্তু প্রবাসীর কষ্ট কেউ বুঝতে চায় না। অন্যের কথা ভেবে নিজের আর সুখের কথা ভাবা হলো না। ভাল কিছু খাওয়ার মন চাইলে খাওয়া হয় না, দামী পোশাক পরিধান করতে মন চাইলে কেনা হয় না। সব প্রবাসীরাই চায় পরিবার যাতে সুখে থাকে।

আমি মনে করি ---

" কি করে বলব মা গো কেমন আছি বিদেশে,

তুই ছাড়া মা সবাই কিন্তু টাকাই ভালোবাসে। "

নোট বাতিল

৮ই নভেম্বর ২০১৬ সালে নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছিলেন দুর্নীতি আর কালোবাজারে টাকা কবল থেকে উদ্ধার পেতে নোট বাতিল করতে হবে। ৮ ই নভেম্বরে মাঝরাত থেকেই ৫০০ এবং হাজার টাকার নোট বাতিল ঘোষণা করেন।

নোট বাতিলের পরের দিন অর্থাৎ ৯ই নভেম্বর সকালে দোকানে, বাজারে, আনাচে-কানাচে শোনা যায় নোট বাতিলের কথা। সবার কন্ঠে সেদিন ছিল উদ্বেগ যে, এবার কি হবে!

রাজু বলেন আগের দিনেই ৫০০ টাকার নোট মজুরি পেয়েছি, সেগুলো নাকি এক ধাক্কায় বাতিল। কেউ তো

বিশ্বাসই করতে চায় না। দোকানদার বলছেন আগের দিনের রোজগার করা ৫০০ টাকা নোট গুলো দিয়ে পরের দিন পন্য কেনা যায় না।

৯ই নভেম্বর ব্যাংকের লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র ব্যাংকে টাকা জমা নেওয়া হয়। এভাবে সমস্ত ৫০০ ও হাজার টাকার নোট রিজার্ভ ব্যাংকে জমা করা হয়।

তাদের লক্ষ্য ছিল যে সাধারণ লোক যখন ব্যাংকে টাকা জমা করবেন তখন তার টাকার পরিমাণ বোঝা যাবে। এতে করে কালোবাজারে টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হবে। টাকা জমা না দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন উপায় ছিল না।

এদিকে শ্রমিক, ডাক্তার, পুলিশ সকল সরকারি চাকরিজীবী প্রত্যেকের গন্তব্যস্থল ব্যাংকে। ব্যাংকে প্রচুর ভিড়। অনেকে মনে করে এটা কোন এক দুর্ভিক্ষ।

পকেট ভর্তি টাকা থাকলেও সেই টাকা দিয়ে কিছু কেনা যায় না। হাসপাতালে রোগী থাকলে টাকার জন্য ঠিকমতো চিকিৎসা করা হয় না। সাধারণ মানুষ কাজ করতে পারছে না কারণ কাজ করলেই তো টাকা দিতে হবে কিন্তু টাকাই তো নেই। হাজার হাজার মানুষ কাজ হারিয়ে ফেলেছে, লক্ষ লক্ষ ভারতীয় ইতিমধ্যেই ভীষণ কষ্টে দিন যাপন করছে। মনে হচ্ছে পৃথিবীটা নিস্তব্ধ হয়ে আছে। চারিদিকে শুধু হাহাকার।

এর মধ্যেও কেউ আবার মুনাফা করছে, ৫০০ টাকার বদলে ৭০০ টাকা কিংবা হাজার টাকার বদলে পনেরশো টাকা দিতে হয় তবে ৫০০ টাকা ও হাজার টাকা খুচরো দেয়। কোন উপায় নেই। কবে নতুন টাকা পাবে তার নিশ্চয়তা নেই।

নোট বাতিলের পরের ছয় মাসের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে আর্থিক বৃদ্ধির হার অনেকটাই কমে গেছে। অনেক পরিবার বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এই কালো টাকার সামান্য অংশই এভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই কালোবাজারে টাকা যদি উদ্ধার হয়ে থাকে তবে রাজনীতিবিদদের হাত থেকেই উদ্ধার হয়েছে। যদিও টাকা উদ্ধার হয়ে থাকে কিন্তু কষ্ট হয়েছে সাধারণ মানুষদের।

সকলেই নতুন টাকার উপেক্ষা করছে, কখন পাবেন নোট।

" নোট বাতিলের ফলে কার কী হলো উপকার ?

কিন্তু বিপর্যস্ত হয়ে গেল আমার পরিবার ! "